দৈনিক ইনকিলাব

0 6 DEC 1986
তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা... .. ... ৮ কলাম ... ৩... ...

108

শিক্ষাঙ্গন

রেফার্ড পরীক্ষা প্রসংগে

গত ২৪ অক্টোবরের একটি জাতীয় দৈনিকে দেখলাম, এখন থেকে এস, এস, সি ও এইচ, এস, সি পরীক্ষায় কেবল মাত্র ১টি বিষয়ে ফেল করা পরীক্ষার্থীরা পরবর্তীতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরীক্ষা দিতে পারবে। তাদের নতুন করে আর সব বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে না। ফল প্রকাশ সাপেক্ষে তাদের কলেজে ভর্তি হবার সুযোগ দেয়া হবে। এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, গত এইচ, এস, সি (১৯৮৬) পরীক্ষায় দেশের চারটি বোর্ডের বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থী শুধুমাত্র ১টি বিষয়ে ফেল করার জন্য অকৃতকার্য হয়েছে। দুর্ঘটনা, অসুখ-বিসুখ, ক-সেট/খ-সেট/গ-সেট প্রশ্নের ধাক্কায় এবং দুরুহ প্রশ্নের আঘাতে মানসিকভাবে ক্ষত-বিক্ষত হয়ে বহু ভালো ছাত্র-ছাত্রী পরীক্ষার হলেই দিশেহারা হয়ে পড়ে। তাই সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের একটি বছর এবং তাদের অভিভাবকদের অতিরিক্ত খরচ লাঘবের জন্য "পরীক্ষা উন্নয়ন কমিটি-১৯৮৫" এই প্রস্তাব দিয়েছে নভেম্বরের প্রথমার্ধে সরকারের কাছে।

এটি সরকারের চূড়ান্ত অনুমোদন লাভের অপেক্ষায় রয়েছে এখনো। ইতিপূর্বেও আমাদের দেশে রেফার্ড পরীক্ষা চালু ছিলো। আমাদের দেশের বিভিন্ন উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রেফার্ড পরীক্ষা দেয়ার রীতি প্রচলিত আছে। বিদেশের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও রেফার্ড পরীক্ষা একটি সম-সম্মানিত ব্যাপার। তাই দেশের বিপুল সংখ্যক পরীক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করে পরবর্তী বোর্ড পরীক্ষার ২/৩ মাস পূর্বে রেফার্ড পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার জন্য বোর্ড কর্তৃপক্ষের নিকট অনুরোধ জানাচ্ছি। যাতে 'রেফার্ড অনুত্তীর্ণরা' পরবর্তী বোর্ড পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং 'রেফার্ড উত্তীর্ণ' যারা মান উন্নয়নে ইচ্ছুক, তারা পরবর্তী বোর্ড পরীক্ষায় 'মান উন্নয়ন' পরীক্ষা দিতে পারে। এতে বহু পরীক্ষার্থীর একটি মূল্যবান বছর নষ্ট হবে না ও তাদের অভিভাবকদের অতিরিক্ত ব্যয়ভার থেকে নিষ্কৃতি দেবে। এই দুর্মূল্যের বাজারে একজন ছাত্রের পেছনে অতিরিক্ত ব্যয়ভার নিম্ন ও মধ্যবিত্তের জন্য অত্যন্ত কষ্টকর ও দুঃসাধ্য। তাই প্রস্তাবটি চূড়ান্ত অনুমোদনে সরকারের সুমতি হবে এ ব্যাপারে আমরা আশা করতে পারি।

—মোঃ মাহতাব হোসেন,
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।